কচুরিপানার দখলে ধনাগোদা নদী, ৩ কিলোমিটারজুড়ে বন্ধ নৌযান চলাচল

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 10 November 2026, 08:49 PM | বিভাগ: সারাদেশ



একসময় বৃহত্তর মতলব অঞ্চলের নৌযোগাযোগ ও পণ্য পরিবহনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল ধনাগোদা নদী। এই নদীপথ দিয়েই ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলাচল করত পণ্যবাহী নৌযান ও যাত্রীবাহী লঞ্চ। অথচ সময়ের ব্যবধানে সেই ব্যস্ত নদী এখন কচুরিপানার দখলে। নদীর বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে জমেছে কচুরিপানার বিশাল স্তূপ। কোথাও কোথাও এতটাই ঘন হয়ে উঠেছে কচুরিপানা যে, তার ওপর দিয়ে মানুষ হেঁটেও চলাচল করতে পারছে। এতে বন্ধ হয়ে গেছে নৌযান চলাচল, অচল হয়ে পড়েছে কয়েকটি লঞ্চঘাট। চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নদীর দুই পাড়ের বাসিন্দা, শিক্ষার্থী ও নৌযান শ্রমিকেরা।

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার কালীপুর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে নদীতে কচুরিপানার বিস্তার ঘটেছে। বিশেষ করে কালীরবাজার লঞ্চঘাট থেকে শ্রীরায়রেচর ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকায় সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে নৌযান চলাচল।

মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, শ্রীরায়রেচর ব্রিজ থেকে কালীরবাজার পর্যন্ত

নদীর প্রায় পুরো অংশ ঘন কচুরিপানায় ঢেকে গেছে। মতলব ধনাগোদার খেয়াঘাট, দুর্গাপুর, শ্রীরায়রেচর, বাংলাবাজার, রায়রেকান্দি, কালীরবাজার, নন্দলালপুর, বাইশপুর, গাজীপুর মোড়, সাহেবেবাজার, লক্ষ্মীপুর, টরকী, মাছুয়াখাল, শাহপুর ও নায়রেগাঁওসহ নদীর বিভিন্ন স্থানে একই চিত্র। কচুরিপানার কারণে আটকে পড়েছে কয়েকটি বালুবাহী বাল্কহেড। প্রায় এক মাস ধরে শ্রীরায়রেচর ব্রিজ এলাকায় আটকে থাকা নৌযানগুলোর শ্রমিকরা কার্যত পানিবন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

নদীর এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন দুই পাড়ের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে দাউদকান্দি অংশ থেকে ধনাগোদা তালতলী স্কুল অ্যান্ড কলেজে আসা শিক্ষার্থীদের নদীপথে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ ঘুরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে হচ্ছে।

শিক্ষার্থী রুহান, ফাতেমা ও জান্নাতী আক্তার জানান, নদীতে কচুরিপানা জমে থাকায় তাদের প্রতিদিনের যাতায়াতে চরম সমস্যা হচ্ছে। আগে অল্প সময়েই নদী পার হয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছানো যেত। এখন বাধ্য হয়ে দীর্ঘ পথ ঘুরে আসতে হচ্ছে। এতে সময় ও যাতায়াত খরচ দুটোই বাড়ছে।

ধনাগোদা তালতলী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফারুকুল ইসলাম বলেন, নদীর দুই পাড়ে অসংখ্য অবৈধ মাছ ধরার ঝাঁক রয়েছে। এসব ঝাঁকে কচুরিপানা আটকে থেকে নদীর স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত করছে। ফলে নৌযান চলাচল ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষ ও শিক্ষার্থীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত পাঁচ থেকে সাত বছরে নদীর নাব্য হ্রাস, অবৈধ দখল এবং অপরিকল্পিতভাবে মাছ ধরার ঝাঁক স্থাপনের কারণে ধনাগোদা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্রমেই সংকুচিত হয়েছে। এর সঙ্গে শ্রীরায়রেচর ব্রিজের অপরিকল্পিত নির্মাণও পানিপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে দাবি তাঁদের। এসব কারণে নদীতে কচুরিপানা আটকে থেকে ক্রমেই বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নিচ্ছে। একসময়ের প্রবহমান নদীটি এখন অনেকটা জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে।

মতলব উত্তর উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি শামসুজ্জামান ডলার বলেন, ধনাগোদা নদীকে বাঁচাতে হলে প্রথমেই অবৈধ দখল ও মাছ ধরার ঝাঁক উচ্ছেদ করতে হবে। পাশাপাশি নদীর নাব্য ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। শুধু কচুরিপানা পরিষ্কার করলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। নদীর স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করতে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি।

মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা কুলসুম মনি বলেন, ধনাগোদা নদীর কচুরিপানা ও নৌযান চলাচল বন্ধের বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা হয়েছে। স্থায়ীভাবে সমস্যা সমাধানে কচুরিপানা অপসারণ এবং অবৈধ মাছ ধরার ঝাঁক উচ্ছেদের

উদ্যোগ নওেয়া হবে।

চাঁদপুররে জলো প্রশাসক আহমদে জয়িাউর রহমান বলনে, জলোর নদীগুলোকে অবধৈ দখলমুক্ত করতে বৃহৎ পরকিল্পনা নওেয়া হয়ছে। চাঁদপুর শহরসংলগ্ন ডাকাতয়িা নদীতে ৭৩৬টি অবধৈ দখল চহ্নিতি করা হয়ছে। আগামী ডসিমে্বর থকেে সখোনে উচ্ছদে অভযিান শুরু হবে। মঘেনা-ধনাগোদা নদীর অবধৈ দখল এবং নদীর মধ্যে কচুরপিানা ও মাছ ধরার ঝাঁক স্থাপন করে মাছ চাষরে বষিয়টওি গুরুত্বরে সঙ্গে দখো হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতটিি নদী অবধৈ দখলমুক্ত করে স্বাভাবকি পানপ্রিবাহ নশ্চিতি করা হবে।

একসময়রে প্রাণচঞ্চল ধনাগোদা নদীকে ঘরিে আবারও স্বাভাবকি নৌযোগাযোগ ফরিবে—এমন প্রত্যাশা স্থানীয়দরে। তাঁদরে দাবি, সাময়কি কচুরপিানা অপসারণরে পাশাপাশি নদীর নাব্য ফরিয়িে আনা, অবধৈ দখল উচ্ছদে এবং পানপ্রিবাহরে প্রতবিন্ধকতা দূর করতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষপে নতিে হবে। অন্যথায় ঐতহি্যবাহী এই নদীটি একসময় মানচত্রিে থাকলওে বাস্তবে হারয়িে যতেে পারে তার নৌপথরে পরচিয়।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।